দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 .III. ..২০০৭..
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫......

ছয় মহানগরীর দরিদ্র শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত

॥ নিজামুল হক ॥

দেশের ৪৮১ উপজেলায় ২২ লক্ষাধিক দরিদ্র শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হলেও মহানগরী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উপবৃত্তি আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এ কারণে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের কয়েকলাখ দরিদ্র শিক্ষার্থী উপবৃত্তির পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে এসব শিক্ষার্থীর কেউ প্রাথমিক বা কেউ মাধ্যমিক স্তর শেষ করার পূর্বেই ঝরে পড়ছে। দেশের মাধ্যমিক স্তরে সরকার, বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে দরিদ্রদের মাঝে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেটসহ মহানগরীর স্কুলগুলোতে সরকারি কোন সুযোগ সুবিধা নেই। উপবৃত্তি চালু হবার পর দেশে নারী শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

৬ মহানগরীর দরিদ্র

(প্রথম পৃঃ পর)

এবং স্কুলে মেয়েদের উপস্থিতির হার বেড়েছে - সরকারি জরিপে এমন তথ্য পাওয়ার
পর সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেদেরও বৃত্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও
মহানগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উপবৃত্তির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। প্রাথমিক ও
মাধ্যমিক এই দুই স্তরের মহানগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি পাচ্ছে না।

বেসরকারি সংস্থার তথ্য মতে, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় দেশের মোট জনসংখ্যার
২০ ভাগ লোক বাস করে। এর মধ্যে রাজধানীতেই বাস করে দেশের মোট জনসংখ্যার
১০ ভাগ। দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এই দুই স্তর মিলিয়ে প্রায় তিন কোটি শিক্ষার্থী
লেখাপড়া করছে। সে হিসাব অনুযায়ী ৫০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে
মেট্রোপলিটন এলাকায়। এসব শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।
রাজধানীতে শিক্ষা ব্যয় গ্রাম বা মফস্বল এলাকার দশ থেকে বিশ গুণ। একটি সাধারন
বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করাতেই অভিভাবকদের হিমশিম খেতে হয়। অনেক
নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান উচ্চ বেতনের কারণে স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না। ভর্তি ও
টিউশনি খরচ যোগাতে না পেরে অনেক শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরের আগেই ঝরে পড়ে।
এছাড়া রাজধানীতে কয়েক লাখ অতিদরিদ্র পরিবার বাস করে। যাদের সন্তানরা কোন শিক্ষা
সুবিধা পাচ্ছে না। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো শহরের চেয়ে গ্রামগুলোতেই নানা প্রকল্প
গ্রহণ করে থাকে। ফলে শহরের দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের সন্তান অর্থ সংকটে
লেখাপড়া করতে পারছে না। এসব শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনা হলে স্কুলে ভর্তির
হার বাড়বে এবং ঝরে পড়া কমবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া মহানগরী এলাকায়
রয়েছে ১৩ লাখ শিক্ষার্থী, যারা স্কুলে যায় না। নিরক্ষতার বোঝা মাথায় নিয়ে এরা বড়
হচ্ছে। সুযোগ-সুবিধার অভাবে এরা শিক্ষা বঞ্চিত হচ্ছে। স্কুলে না যাওয়া এসব শিশুর মধ্যে
রয়েছে কর্মজীবী, পথ শিশু ও ঝরে পড়া শিশু।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্পের
মাধ্যমে দেশের পাঁচ লক্ষাধিক শিশুকে স্কুল কার্যক্রমের আওতায় আনা হচ্ছে বলে দাবি
করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলছে ৩৩ জেলার ৬৬ উপজেলায়। কিন্তু দেশের
মহানগরীতে এ প্রকল্পের কোন কার্যক্রম নেই। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের নন-
ফরমাল এডুকেশনের আওতায় দেশের ৬ মেট্রোপলিটন শহরের ১ লাখ ৫৬ হাজার
কর্মজীবী শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনতে কাজ চলছে। গত ১৫ এপ্রিল স্কুল ফিডিং
কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সরকার রাজধানীর প্রাথমিক স্তরের ৮৩ হাজার শিক্ষার্থীকে
স্কুল চলাকালীন পুষ্টিমানসম্পন্ন বিস্কুট বিতরণ শুরু করে। ডেমরা, মতিঝিল, ধানমন্ডি,
মিরপুর, গুলশানের দরিদ্র শিক্ষার্থীর মাঝে এ বিস্কুট বিতরণ করা হচ্ছে। সরকারি,
বেসরকারি এবং এনজিও পরিচালিত ৬৬৮টি স্কুলকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা
হয়েছে। সাক্ষরতা বিশেষজ্ঞ আনস হাবিবুর রহমান বলেন, দেশকে নিরক্ষর মুক্ত
করতে হলে মেট্রোপলিটন এলাকার দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ওপর নজর দিতে হবে। উপবৃত্তির
পাশাপাশি সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। ঢাকা আহসানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট
কাজী রফিকুল আলম বলেন, রাজধানীতে ১৩ লাখ শিশু স্কুলে যায় না। এদের শিক্ষার
আওতায় আনতে সরকারকে বড় কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা
অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) অধ্যাপক সিরাজুল হক বলেন, মহানগরীর
শিক্ষার্থীদেরও উপবৃত্তির আওতায় আনা প্রয়োজন।